সূচিপত্র

১। ভূমিকা.. ১
২। শিরোনাম.. ১
৩। প্রয়োগ.. ১
৪। আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহ.. ১
৫। শ্লোগান ১
৬। বিট পুলিশিং কি... ১
৭। লক্ষ্য ২
৮। উদ্দেশ্যে ২
৯। বিট পুলিশিং এর গঠন ২-৩
১০। কর্মকৌশল ৩
১১। অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কৌশল ৩
১২। বিট অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪
১৩। তদারকি ৫
১৩.১। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫
১৩.২। সার্কেল/জোনাল কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য.. ৫
১৩.৩। জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য.......... ৫
১৩.৪। রেঞ্জ ডিআইজি/পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ.................... ৫
১৪। পুরষ্কার ৬
১৫। লজিস্টিকস্.. ৬
১৫.১। যানবাহন.. ৬
১৫.২। অফিস কক্ষ.. ৬
১৫.৩। মোবাইল সিম ৬
১৫.৪। মোবাইল app.. ৬
১৫.৫। সাইনবোর্ড ৬
১৬। বিট রেজিস্টার/বিট ডাটাবেইজ/ওয়েব ডাটাবেইজ..৭
১৭। অর্থ বরাদ্দ..৭
১৮। প্রশিক্ষণ ৭
১৯। প্রতিবেদন..৭
২০। সংশোধন/সংযোজন..৭
২১। পরিশিষ্ট.. ৮
পরিশিষ্ট-১ ঃ বিট পরিচিতি.. ৮
পরিশিষ্ট-২ ঃ সাইনবোর্ড নমুনা.. ৮
পরিশিষ্ট-৩ ঃ বিট অফিসারের মাসিক প্রতিবেদন.. ৮-৯
পরিশিষ্ট-৪ ঃ ক ঃ অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্টিং.......... ১০
(থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ ঃ খ ঃ অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্টিং........... ১০
(থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ ঃ গ ঃ অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্টিং.......... ১০
জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) এর জন্য
পরিশিষ্ট-৫ ঃ বিট রেজিস্টার.. ১১-১৭

১. ভূমিকা ঃ

আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠিতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে টেকসই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আর সেই টেকসই ব্যবস্থার জন্য জনগণের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা অত্যাবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে পুলিশকে জনমুখী ও জনবান্ধব করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে সকল উদ্যোগ পুলিশের ভূমিকাকে নিঃসন্দেহে আরও উজ্জ্বল করেছে এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থার অভাব কাটিয়ে পুলিশ জনতা সম্পর্কে উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পুলিশকে কীভাবে জনমুখী ও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা যায়, প্রতিটি থানা এলাকার দূরবর্তী অঞ্চলে কীভাবে পুলিশের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, পুলিশের কার্যক্রমে কীভাবে আরও গতি আনা যায়, এবং সর্বোপরি বিদ্যমান জনবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পুলিশকে কীভাবে অধিকতর গতিশীল ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়-তারই একটি সমন্বিত প্রয়াস হলো বিট পুলিশিং কার্যক্রম।

বিআরবি ৩৫৬(খ) এবং ১০৮৭ তে বিট পুলিশিং এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুধু শহর এলাকার জন্য প্রযোজ্য। বর্তমানে জেলার আওতাধীন থানাগুলোর জনবল কাঠামো এবং থানাগুলোর ইউনিয়ন সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিট পুলিশিংয়ের কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত করা সম্ভব। তাই থানায় প্রদেয় সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া এবং পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করার প্রত্যয় নিয়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. শিরোনাম ঃ

এই নির্দেশিকা SOP for Beat Policing, 2020 নামে অভিহিত হবে।

৩. প্রয়োগ ঃ

এই SOP পুলিশ রেগুলেশন্স বেঙ্গল, ১৯৪৩ এবং দেশে প্রচলিত আইন অথবা সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধানের সহায়ক হিসেবে দেশের সকল জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪. আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহ ঃ

বাংলাদেশের সকল জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকা।

৫. শ্লোগান ঃ

বিট পুলিশিং-এর শ্লোগান হবে নিম্নরূপ-

১। আপনার পুলিশ আপনার পাশে

২। তথ্য দিন, সেবা নিন

৩। বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি

৬. বিট পুলিশিং কী ঃ

পুলিশের সেবাকে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া, সেবার কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করা এবং পুলিশের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি থানাকে ইউনিয়ন ভিত্তিক বা মেট্রোপলিটন এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক এক বা একাধিক ইউনিটে ভাগ করে পরিচালিত পুলিশিং ব্যবস্থাকেই বলা হয়'বিট পুলিশিং'। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি বিটের দায়িত্ব প্রদান করে এক বা একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৭. লক্ষ্য ঃ

পুলিশের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।

৮.উদ্দেশ্যে ঃ

১. পুলিশের সেবাকে সরাসরি থানা থেকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতকরণ;

২. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে নিবিড় পুলিশিং;

৩. থানায় মোতায়েনকৃত জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার;

৪. প্রান্তিক পর্যায়ে জনসম্পৃক্তির মাধ্যমে এলাকায় উত্থিত বা বিরাজমান সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ সংক্রান্তে অগ্রিম গোপন সংবাদ এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৬. সমাজ থেকে অপরাধ ভীতি দূরীকরণপূর্বক জনমনে স্বস্তি ও আস্থা স্থাপন করা;

৭. জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ (sense of security) তৈরি করা।

৯. বিট পুলিশিং-এর গঠন :

১. জেলার অন্তর্গত থানা এলাকার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি বিট, পৌরসভার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে একটি বিট এলাকা গঠিত হবে; মেট্রোপলিটন বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সধারণভাবে একটি ওয়ার্ড নিয়ে একটি বিট গঠিত হবে। তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আয়তন, জনসংখ্যা, অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনায় একাধিক বিট গঠন করা যেতে পারে।

২. প্রতিটি বিটে ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর বিট ইনচার্জ হিসেবে থাকবেন, যিনি বিট অফিসারের নামে পরিচিত হবেন। প্রত্যেকটি বিটে একজন করে এএসআই সহকারী বিট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিটে তার সাথে সহযোগী হিসেবে সাধারণভাবে দুই জন কনস্টেবল থাকবেন। সংশ্লিষ্ট থানা (তদন্ত কেন্দ্র, ফাঁড়ি, স্থায়ী ক্যাম্পসহ) থেকেই উক্ত কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ দিতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁর অধিভূক্ত বা

আওতাধীন এলাকার বিটগুলোতে বিট অফিসার/সহকারী বিট অফিসারদের মোতায়েন ও দায়িত্ব বন্টন করবেন। ইন্সপেক্টর (অপারেশনস্/তদন্ত) অফিসার ইনচার্জ (ওসি)কে সহায়তা করবেন। কর্মকর্তাদের লভ্যতা অধিক হলে একটি বিটে উপরে উল্লিখিত সংখ্যার অতিরিক্ত সহকারী বিট অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

৩. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সকল বিটের সমন্বয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। থানার ইন্সপেক্টর (অপারেশনস্/তদন্ত) সহযোগী সমন্বয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে থাকবেন।
৪. সার্কেল এডিশনাল এসপি/এএসপি বা জোনাল এডিসি/এসি তাঁর আওতাধীন অঞ্চলের সকল বিটের কার্যক্রমে তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন।
৫. প্রতিটি জেলা/ক্রাইম ডিভিশন এর জন্য বিট পুলিশিং এর জেলা/ডিভিশন পর্যায়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে জেলার পুলিশ সুপার/ডিভিশনের ডিসির পক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ)/এডিসি (প্রশাসন) দায়িত্ব পালন করবেন।
৬. থানায় কর্মকর্তার স্বল্পতা থাকলে একই কর্মকর্তাকে একাধিক বিটের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

-২-

অর্গানোগ্রামঃ (নমুনা)

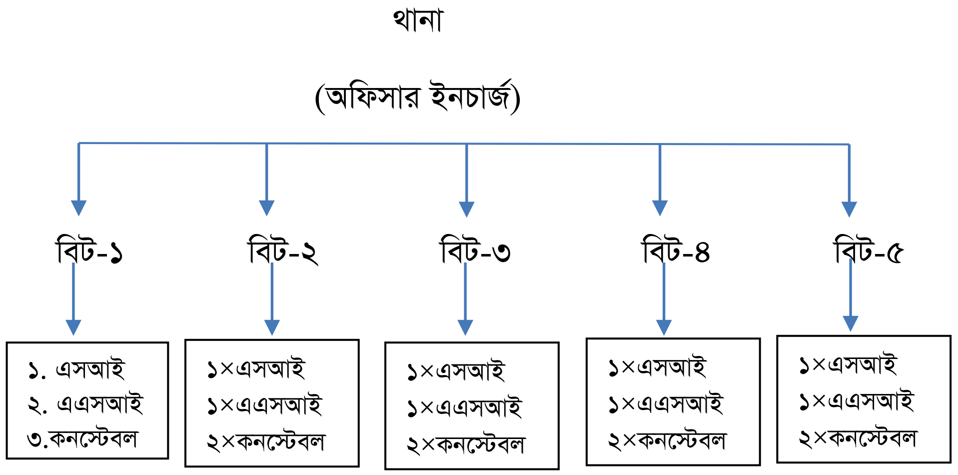

১০. কর্মকৌশল ঃ

১. বিট কর্মকর্তাদের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য (কর্মপরিধি) নির্ধারিত থাকবে।
২. বিট কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বিট এলাকায় গমন করবেন এবং নির্ধারিত সমকাল সেখানে অবস্থান করবেন। তারিখ এবং সময়কাল বিট কার্যালয়ে লিখিতভাবে নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি আকারে জানিয়ে দিতে হবে।
৩. বিট কর্মকর্তারা বিট কার্যালয়ে আগত সেবাপ্রার্থীদের বক্তব্য শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় পুলিশি সেবা প্রদান করবেন।
৪. আগত মানুষের সাথে মতবিনিময় করে বিভিন্ন তথ্য (দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লিখিত) সংগ্রহ করবেন।

৫. স্থানীয়ভাবে বা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে সেই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৬. সেবা প্রার্থীদেরকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করবেন।
৭. প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এলাকাবাসী যেন বিট কর্মকর্তার সাথে দিন রাত্রি যে কোন সময়ে যোগাযোগ করতে পারেন সে জন্য বিটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোবাইল সবসময় চালু রেখে কল গ্রহণ করতে হবে।
৮. বিট কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালন সংক্রান্তে মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সার্কেল/জোনাল কর্মকর্তা ও জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) বরাবর দাখিল করতে হবে।

১১. অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কৌশলঃ

১. বিট কর্মকর্তারা বিট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে সেইরূপ সমস্যার তালিকা তৈরী করবেন।
২. বিট কার্যালয়ে এবং থানায় উক্ত তালিকা সংরক্ষিত থাকবে।
৩. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তিনি সে ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবেন।
৪. সার্কেল/জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন এবং সেই সংক্রান্তে থানার কর্মকর্তাদেরকে সহযোগিতা করবেন।
৫. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে গৃহীত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার প্রতিবেদন সুনির্দিষ্ট ছক মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদনের কপি সার্কেল/জোনাল কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবেন।
৬. পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) প্রাপ্ত প্রতিবেদন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং ডিআইজি/পুলিশ কমিশনার বরাবর প্রেরণ করবেন।

১২. বিট অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

বিট অফিসার নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবেন-
১. বিটের আওতাধীন পাড়া/গ্রাম/মহল্লার নাম উল্লেখপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ নিবারণসহ একটি ম্যাপ তৈরি করবেন।
২. গুরুতর অপরাধ, বিশেষ করে খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, ধর্ষণ ইত্যাদির সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাবেন, ক্রাইমসিন সুরক্ষিত (Protect) করবেন, প্রয়োজনীয়আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এছাড়া যেকোন অপরাধ সংঘটিত হলে উক্ত অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু করবেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করবেন।
৩. বিট এলাকায় রুজুকৃত মামলা সমূহ সাধারণভাবে বিট অফিসার তদন্ত করবেন। তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেকোন কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন।
৪. বিটের আওতাধীন এলাকার সকল জিআর/সিআর/সাজা ওয়ারেন্টের তালিকা প্রস্তুত এবং ওয়ারেন্ট তামিল করবেন।

৫. বিটের আওতাধীন এলাকার শীর্ষস্থানীয় অপরাধীর তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রতিটি বিট এলাকায় মাদক সেবী, ব্যবসায়ী, অর্থলগ্নীকারী, খুচরা বিক্রেতা ও পরিবহনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। এছাড়াও চোরাচালানকারী, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও অপরাধী, চাঁদাবাজ, মানবপাচারকারী, অবৈধ ভূমি দখলকালী, নারীদের উত্যক্তকারী, জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীসহ বিভিন্ন অভ্যাসগত অপরাধীদের ও তাদের সহযোগীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন, তাদের বাসস্থান ও অপরাধস্থল চিহ্নিত করবেন এবং তাদের উপর নজরদারি করবেন।
৬. বিট এলাকার পুলিশ সদস্যসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহপূর্বক তালিকা তৈরি করবেন।
৭. বিটের আওতাধীন এলাকা সমূহের ভাড়াটিয়াদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। এক্ষেত্রে CIMS ফরম ব্যবহার করবেন।
৮. বিটের আওতাধীন এলাকার প্রবাসীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন।
৯. কেয়ার টেকারের তত্ত্বাবধানে থাকা বাসা/বাড়ির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন।
১০. বিটের আওতাধীন এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দিরের এবং সেসবের প্রধানদের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাস পরিদর্শন করবেন।এছাড়াও ব্যবসায়ী সংগঠন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিদেশী সংস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন।
১১. সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (Social interaction) অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরণের কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম-বিভিন্ন মিটিং, উঠান বৈঠক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করবেন।
১২. বিটের আওতাধীন এলাকায় বহিরাগত লোকজনের যতদূর সম্ভব বি-রোল ইস্যু করবেন।
১৩. বিটের আওতাধীন এলাকায় কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিলে আইনানুগ পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিবেন।
১৪. নিজ নিজ বিট এলাকায় সংঘটিত যেকোন প্রকার প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক ঘটনা/দুর্ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।
১৫. বিটের আওতাধীন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্তে অগ্রিম গোপন সংবাদ সংগ্রহ পূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।
১৬. ইউনিয়ন পরিষদে আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করবেন।
১৭. চৌকিদার/দফাদার ও আনসার/ভিডিডি সদস্যদেরকে বিট পুলিশিং এর কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করবেন।
১৮. স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য যেকোন বিষয়ের উপর পুলিশি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
১৯. বিট এলাকায় বাসাবাড়ি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি গার্ড/সিকিউরিটি গার্ডদের অপরাধ প্রতিরোধ ও পুলিশের সাথে সহযোগিতার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
২০. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব/কর্তব্য পালন করবেন।
২১. বিট পুলিশিং কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
২২. প্রতিমাসে সম্পাদিত কাজের বিবরণী নির্ধারিত ফরমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করবেন।

১৩. তদারকিঃ

১৩.১ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১. বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্রিফিং ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। তিনি নিয়মিতভাবে সেবাগ্রহীতাদের মতামত নিবেন ও বিট অফিসারদের কাজের মূল্যায়ন করবেন।
২. প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান নিশ্চিত করবেন।

৩. বিট অফিসারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
৪. বিটের সার্বিক কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
৫. বিট এলাকার সমস্যা সংক্রান্তে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।
৬. প্রতিমাসে ন্যূনতম ০১ বার বিট অফিসারদের সাথে সমন্বয় সভা করবেন। বিট অফিসারদের সাথে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এই সমন্বয় সভায় থানায় কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করবেন।
৭. বিট অফিসার কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করবেন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৮. বিট অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের গুনগত ও সংখ্যাগত মান বিবেচনা করে তাদের পুরষ্কার বা শাস্তির জন্য সুপারিশ করবেন।
৯. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিট অফিসারদের প্রেরিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি(ক্রাইম ডিভিশন) বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদনের একটি কপি সার্কেল/জোনাল কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবেন।

১০. বিট অফিসারদের নিজ এলাকায় যথাসম্ভব দীর্ঘমেয়াদে দায়িত্ব পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩.২ সার্কেল/জোনাল কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১. সার্কেল/জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানায় অনুষ্ঠিত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিট অফিসারদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থাকবেন।
২. বিট অফিসারদের সম্পাদিত কাজের গুণগত ও সংখ্যাগত মানের উপর মুল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৩. কোন বিট অফিসারের দায়িত্বে অবহেলা বা অন্য কো বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তাকে সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।
৪. সার্কেল/জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার অধীনস্থ বিট অফিসারদের কর্মতৎপরতা নিয়মিতভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দূরবর্তী বিট এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৩.৩ জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ ঃ

১. প্রতিমাসে বিট পুলিশিং কার্যক্রম সংক্রান্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
২. কোন বিটের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ক্ষেত্রে ঐ এলাকার বিট অফিসারদের ভূমিকা পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৩. বিট অফিসারদের সম্পাদিত কাজের গুণগত ও সংখ্যাগত মান পর্যালোচনা করে পুরষ্কার/শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।
৪. বিট পুলিশিং কার্যক্রম সংক্রান্তে প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরমে পুলিশ সদর দপ্তরে এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ/মেট্রোপলিটন অফিসে প্রেরণ করবেন।

১৩.৪ রেঞ্জ ডিআইজি/পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

বিট পুলিশিং এর সকল কার্যক্রমের তদারকি করবেন ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৪. পুরস্কার ঃ

বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে সফল করার এবং বিট অফিসারদের উৎসাহ ও প্রণোদনার জন্য প্রতি বছর প্রতিটি থানা থেকে একজন শ্রেষ্ঠ বিট অফিসার নির্বাচন করা হবে। জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি(ক্রাইম ডিভিশন) এই নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন। পুরস্কারের জন্য ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ প্রদান করা হবে।

১৫. লজিস্টিকস্ ঃ

১৫.১ যানবাহন ঃ

১. বিট অফিসারের যাতায়াতের জন্য মোটর সাইকেলের বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে, যা পর্যায়ক্রমে কার্যকর করতে হবে। মোটর সাইকেলের জ্বালানি বাবদ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ তেলের বরাদ্দ করতে হবে। ইউনিট প্রধানেরা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২. নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ভৌগলিক অবস্থা (হাওড়, চরাঞ্চল, পার্বত্য এলাকা ও অন্যান্য প্রতিকূল স্থান সমূহ), আবহাওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ক্ষেত্র বিশেষ থানা থেকে যানবাহনের (নৌকা, স্পিডবোট, পিকআপ ভ্যান ইত্যাদির) ব্যবস্থা করবেন।

১৫.২ অফিস কক্ষঃ

১. প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের ন্যূনতম একটি কক্ষে বিট পুলিশিং অফিস স্থাপন করতে হবে। মেট্রোপলিটন, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত বিট সমূহের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ওয়ার্ড কার্যালয়ে কক্ষ নিয়ে বিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যেসকল এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ বা মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ওয়ার্ডের অফিস নেই, সেসকল এলাকায় সুবিধাজনক জায়গায় অফিস কক্ষ ভাড়া নিয়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২. অফিসের জন্য ন্যূনতম আসবাবপত্র যেমন একটি টেবিল, ৫-১০ টি চেয়ার এবং একটি স্টিলের আলমারির ব্যবস্থা থাকবে।

১৫.৩ মোবাইল সিমঃ

প্রতিটি বিট এলাকায় দায়িত্ব প্রাপ্ত এসআই, এএসআই ও কনস্টেবলদের জন্য সুনির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর বরাদ্দ থাকবে। বিট কর্মকর্তাদের পরিবর্তন হলেও নম্বরগুলো অপরিবর্তিত থাকবে যাতে জনগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে কর্মরত বিট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

১৫.৪ মোবাইল app:

প্রতিটি জেলা/মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য বিট অফিসারদের মোবাইল নম্বর প্রদর্শন করে একটি মোবাইল app ডেভেলপ করা যেতে পারে। যাতে যেকোন সেবাপ্রত্যাশী ব্যক্তি app থেকে তার কাঙ্ক্ষিত নম্বরে যোগাযোগ করতে পারে। এছাড়া ফেসবুক পেজ জেলার ওয়েব পেজ থাকবে। সেবাপ্রত্যাশীরা ফেসবুক পেজের ইনবক্সে বা জেলার ওয়েব পেইজ-এ তথ্য বা অভিযোগ জানাতে পারবে।

১৫.৫ সাইনবোর্ড ঃ

বিট অফিস সমূহে একটি করে সাইনবোর্ড থাকবে যাতে বিট অফিসের নাম, বিট অফিসারের ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর থাকবে। সাইনবোর্ডের নমুনা ৪-এ উল্লেখ আছে।

১৬. বিট রেজিস্টার/বিট ডাটাবেইজ/ওয়েব ডাটাবেইজ ঃ

বিটের সকল তথ্যাদি যে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে, সেই রেজিস্টারটিকে বলা হবে বিট রেজিস্টার। বিটের তথ্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার জন্য বিষয়ভিত্তিক রেজিস্টার/ডাটাবেইজ/ওয়েব বেইজড ডাটাবেইজ থাকবে (পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)। বিট রেজিস্টার/ডাটাবেইজ মাসিক ভিত্তিতে আপডেট করতে হবে। রেজিস্টারের বিষয় সমূহ নিম্নরূপঃ

রেজিস্টার-১ঃ বিট পরিচিতি

রেজিস্টার-২ঃ (ক) বিট অফিসারের নাম ও ঠিকানা এবং (খ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদার এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নাম ও ঠিকানা।

রেজিস্টার-৩ঃ বিট এলাকার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও স্থানসমূহ

রেজিস্টার-৪ঃ বিট এলাকায় সংঘটিত অপরাধের তালিকা

রেজিস্টার-৫ঃ বিট এলাকার অপরাধীদের তালিকা

রেজিস্টার-৬ঃ বিট এলাকাধীন বসবাসরত ভাড়াটিয়াদের তথ্য/CIMS

রেজিস্টার-৭ঃ বিট এলাকাধীন যে সকল বাড়ি কেয়ারটেকারের তত্ত্বাবধানে থাকে তার তালিকা

রেজিস্টার-৮ঃ বিট এলাকার ওয়ারেন্টধারীদের তালিকা

রেজিস্টার-৯ঃ বিট এলাকার পুলিশ সদস্যসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা

রেজিস্টার-১০ঃ বিট এলাকায় সংঘটিত ঘটনা/দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়

১৭. অর্থ বরাদ্দ ঃ

বিট অফিসারদের মোবাইল যোগাযোগসহ অন্যান্য কাজের জন্য প্রতি মাসে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা করে প্রদান করা হবে। এছাড়া তারা নিয়মানুযায়ী টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন।

১৮. প্রশিক্ষণ ঃ

বিট অফিসারের কার্যক্রম সংক্রান্তে যুযোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য পর্যায়ক্রমে বিট অফিসারদেরকে সংশ্লিষ্ট ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. প্রতিবেদন ঃ

প্রতিটি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট/জেলা পুলিশ বিট পুলিশের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পুলিশ সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে।

২০. সংশোধন/সংযোজনঃ

এই SOP টি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংশোধন, সংযোজন কিংবা পরিমার্জন করা যাবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/০৭/২০২০ খ্রি.
ড.বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

পরিশিষ্ট ঃ ১

বিট পরিচিতি

এই ছক মোতাবেক তথ্যাদি থানা, সার্কেল/জোনাল অফিস এবং জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) এর অফিসে থাকবে।

ছক ঃ বিট পরিচিতি

জেলার নাম ঃ

থানার নাম ঃ

ক্রমিক নং	বিট নং	ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ডের নাম ও নম্বর	বিটের অধীনস্থ এলাকা	বিট অফিসারের নাম ও মোবাইল নম্বর
১	২	৩	৪	৫

পরিশিষ্ট ঃ ২

সাইনবোর্ডের নমুনা

....বিট পুলিশিং কার্যালয়
...................................ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ...থানা
....জেলা/ক্রাইম ডিভিশন
মোবাইল নাম্বার ঃ বিট অফিসার...
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ....
সার্কেল/জোনাল কর্মকর্তা...

পরিশিষ্ট ঃ ৩

বিট অফিসারের মাসিক প্রতিবেদন

ছক ঃ বিট অফিসারের মাসিক প্রতিবেদন

বিট কর্মকর্তার নাম ঃ মোবাইল নং ঃ

সহকারী বিট কর্মকর্তার নাম ঃ মোবাইল নং ঃ

বিট নং ঃ থানার নাম ঃ জেলার নাম ঃ

মাস ঃ... বৎসর ....

১। বিট কার্যালয়ে আগমনের তারিখ সমূহ ঃ

২। প্রতি তারিখে বিট কার্যালয়ে অবস্থানের সময় (আনুমানিক) ঃ

৩। কতটি উঠান বৈঠক/কমিউনিটি পুলিশিং সভা হয়েছে ঃ

৪। ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা সভায় অংশগ্রহণের তারিখ ঃ

৫। ভাড়াটিয়া/কেয়ারটেকারের তালিকা (সংখ্যাসহ) ঃ

৬। মাদক/চোরাচালান/অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(ক) অভিযান সংখ্যা-

(খ) উদ্ধার (পরিমানসহ)-

(গ) মাদক ব্যবসায়ী/চোরাচালানীদের তালিকা (সংখ্যা)-

(ঘ) মাদক সেবীদের তালিকা (সংখ্যা)-

৭। ওয়ারেন্ট এর তালিকা ঃ

(ক) জিআর-

(খ) সিআর

(গ) জিআর সাজা

(ঘ) সিআর সাজা

৮। গুরুতর (Heinous) অপরাধীদের তালিকা ঃ

৯। প্রবাসীদের তালিকা (সংখ্যা) ঃ

১০। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		টি
মসজিদ		টি
মন্দির		টি

১১। কতটি বি-রোল ইস্যু করেছেন ঃ

১২। কতটি আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত জরুরী পরিস্থিতি মোবাবেলা করেছেন (প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ

১৩। কতটি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম করেছেন ঃ

১৪। কতটি প্রতিরোধমূলক আইনগত ব্যবস্থা (Prosecution) গ্রহণ করেছেন ঃ

১৫। সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ঃ

১৬। কি ধরণের সেবা দিয়েছেন ঃ

১৭। জঙ্গী সংক্রান্তে তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ঃ

১৮। বিবিধ ঃ

বিট অফিসারের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ঃ ৪

ক। অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্টিং

(থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য)

জেলার নাম ঃ

থানার নাম ঃ

ক্রমিক নং	বিট নম্বর (নামসহ)	বিবাদমান গোষ্ঠি/শ্রেণী/পরিবারের পরিচিতি		অপরাধের কারণ ও স্থায়িত্ব	মন্তব্য
		১ম পক্ষ	২য় পক্ষ		

খ। অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্টিং

(থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য)

জেলার নাম ঃ

থানার নাম ঃ

ক্রমিক নং	বিট নম্বর (নামসহ)	অপরাধের ধরণ ও সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত (সংখ্যা)	কিভাবে নিস্পত্তি হয়েছে (সংক্ষেপে)	বৈঠকে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তা, সহকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নাম্বার	আদালতে প্রেরণকৃত (সংখ্যা)	অনিস্পন্ন (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

গ। অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্টিং

জেলা পুলিশ সুপার/ডিসি (ক্রাইম ডিভিশন) এর জন্য

ক্রমিক নং	থানার নাম	অপরাধের ধরণ ও সংখ্যা	নিস্পত্তির (সংখ্যা)	কিভাবে নিস্পত্তি হয়েছে (সংক্ষেপে)	বৈঠকে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তা, সহকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তির নাম ও মোবাইল	আদালতে প্রেরণকৃত (সংখ্যা)	অনিস্পন্ন (সংখ্যা)	মন্তব্য

					নাম্বার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

পরিশিষ্ট ঃ ৫

বিট রেজিস্টার

রেজিস্টার-**১** ঃ বিট পরিচিতি

(১) বিটের নাম

(২) বিটের নম্বর

(৩) বিটের ম্যাপ

(৪) বিটের চৌহদ্দি

(৫) ওয়ার্ড পরিচিতি

(৬) আয়তন

(৭) অভ্যন্তরীণ রাস্তা সমূহ

(৮) জনসংখ্যা

(৯) গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

রেজিস্টার-২ ঃ বিট অফিসারের এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদার ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নাম ও ঠিকানা

(ক) বিট অফিসারের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক নং	নাম, পদবী, আবাসিক ঠিকানা	থানায় যোগদানের তারিখ	বিটে যোগদানের তারিখ	মোবাইল ফোন
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	-	-

(খ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদার এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক নং	জনপ্রতিনিধির নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	-	-

রেজিস্টার-৩ ঃ বিট এলাকার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ

(১) বিশ্ববিদ্যালয়
(২) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা
(৩) কোচিং সেন্টার
(৪) মসজিদ
(৫) মন্দির
(৬) স্বাস্থ্য কেন্দ্র
(৭) কেপি আই
(৮) খেলার মাঠ
(৯) কমিউনিটি সেন্টার

(১০) হাসপাতাল
(১১) ক্লিনিক
(১২) রাজনৈতিক অফিস
(১৩) বস্তির তালিকা
(১৪) ছাত্রাবাস ও মেসের তালিকা
(১৫) এনজিও
(১৬) মিডিয়া অফিস
(১৭) সিনেমা হল ও বিনোদন কেন্দ্র
(১৮) রেল স্টেশন
(১৯) বাসস্ট্যান্ড
(২০) লঞ্চ টার্মিনালের নাম এবং অফিসসমূহের নাম ও ঠিকানা
(২১) হোটেল
(২২) মার্কেট
(২৩) ব্যাংক/বীমা
(২৪) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান
(২৫) শিল্প কারখানার নাম ও ঠিকানা
(২৬) গার্মেন্টসের নাম
(২৭) সরকারী প্রতিষ্ঠান
(২৮) ট্রাভেল এজেন্সী

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী/সভাপতি/ম্যানেজারের	প্রতিষ্ঠানের জনবল	সিসি ক্যামেরা আছে কিনা	মন্তব্য

		নাম ও ঠিকানা			
১	২	৩	৪	৫	৬

রেজিস্টার-৪ ঃ বিট এলাকায় সংঘটিত অপরাধের তালিকা

ক্রমিক নং	অপরাধের ধরণ	স্থানের নাম	অপরাধ স্থানের অপরাধী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	ছিনতাই			
২	চাঁদাবাজি			
৩	ইভটিজিং			
৪	ফুটপাতে হকার			
৫	মাদক ব্যবসা			
৬	চুরি/ডাকাতি			
৭	অন্যান্য			

রেজিস্টার-৫ ঃ বিট এলাকার অপরাধীদের তালিকা

১. পেশাদার কিলার

২. পেশাদার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী

৩. সন্ত্রাসী

৪. পেশাদার ডাকাত

৫. পেশাদার চোর

৬. ছিনতাইকারী

৭. অভ্যাসগত অপরাধী

৮. অজ্ঞান/মলমপার্টি

৯. মাদক সংক্রান্ত অপরাধী (ব্যবসায়ী/অর্থলগ্নীকারী ও সেবী, খুচরা বিক্রেতা)

১০. প্রতারকচক্র/ভুয়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য

১১. মানব পাচারকারী

১২. চোরাচালানকারী

১৩. চাঁদাবাজ

১৪. অবৈধভূমি দখলকারী

১৫. নারী উত্যক্তকারী

১৬. জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি

১৭. অন্যান্য

ক্রমিক নং	অপরাধের ধরণ	অপরাধীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	মামলার সূত্র	বর্তমান অবস্থান
১	২	৩	৪	৫

রেজিস্টার-৬ ঃ বিট এলাকাধীন বসবাসরত ভাড়াটিয়াদের তথ্য/CIMS

ভাড়াটিয়ার তথ্যাবলী

ভাড়াটিয়ার পাসপোর্ট সাইজের ছবি

ক্রমিক নং-

.... থানা

বিট নং...............................

বিট মোবাইল নং-...

১।   নাম   ঃ

২।	পিতার নাম ঃ

৩।	জন্ম তারিখ ঃ

৪।	বৈবাহিক অবস্থা ঃ

৫।	বর্তমান ঠিকানা ঃ

৬।	স্থায়ী ঠিকানা ঃ

৭।	ধর্ম ঃ

৮।	পেশা ও প্রতিষ্ঠান/কর্মস্থলের ঠিকানা ঃ

৯।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

১০।	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি ঃ

১১।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ

১২।	পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) ঃ

১৩।	জরুরী যোগাযোগ ঃ

ক) নাম ঃ		খ) সম্পর্ক ঃ

গ) ঠিকানা ঃ		ঘ) মোবাইল নম্বর ঃ

১৪।	গৃহকর্মীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নম্বর ঃ

গৃহকর্মীর পাসপোর্ট সাইজের

১৫।	ড্রাইভারের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নম্বর ঃ

ড্রাইভারের পাসপোর্ট সাইজের

রেজিস্টার-৭ ঃ বিট এলাকাধীন যে সকল বাড়ী কেয়ারটেকারের তত্ত্বাবধানে থাকে তার তালিকা

কেয়ারটেকারের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং-

.... থানা

বিট নং-....................................

বিট মোবাইল নং-.......................................

কেয়ারটেকারের পাসপোর্ট সাইজের ছবি

১। নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। কেয়ারটেকার যে বাড়ির দায়িত্বে তার পূর্ণ ঠিকানা ঃ

৪। মালিকের নাম ও যেখানে অবস্থান করছেন তার ঠিকানা, পাসপোর্ট নাম্বার, মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল এ্যাড্রেস ঃ

৫। জন্ম তারিখ ঃ

৬। বৈবাহিক অবস্থা ঃ

৭। বর্তমান ঠিকানা ঃ

৮। স্থায়ী ঠিকানা ঃ

৯। ধর্ম ঃ

১০। পেশা ও প্রতিষ্ঠান/কর্মস্থলের ঠিকানা ঃ

১১। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

১২। মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি ঃ

১৩। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ

১৪। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) ঃ

১৫। জরুরী যোগাযোগ ঃ

ক) নাম ঃ খ) সম্পর্ক ঃ

গ) ঠিকানা ঃ ঘ) মোবাইল নম্বর ঃ

রেজিস্টার-৮ ঃ বিট এলাকার ওয়ারেন্টাধারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	ওয়ারেন্টাধারীর নাম	ঠিকানা	ওয়ারেন্ট নং ও ইস্যুর তারিখ	ওয়ারেন্ট তামিল হয়েছে কিনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

রেজিস্টার-৯ ঃ বিট এলাকার পুলিশ সদস্যসহ সকল সরকারী কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নম্বর	কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত	বিট এলাকায় আবাসিক ঠিকানা	আবাসিক ঠিকানার প্রকৃতি		মন্তব্য
					স্থায়ী	অস্থায়ী	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭

রেজিস্টার-১০ ঃ বিট এলাকায় সংঘটিত ঘটনা/দূর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়

ক্রমিক নং	ঘটনা/দূর্ঘটনার বিবরণ	সংঘটনের তারিখ ও সময়	গৃহিত আইনগত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪